পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করছে

শাহিন আলম শাওন
১১ জুলাই ২০২৬, ১২:০০ এএম

নৌবাহিনী কলেজ, ঢাকা, নাবিক কলোনির অভ্যন্তরে একটি সুশৃঙ্খল ও মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। ১৯৯৬ সালে কলেজটির যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত অধ্যক্ষ এম ইসমাইল মজুমদার ক্যাপ্টেন (বিএন), যিনি তার অসাধারণ দক্ষতা ও মেধার সমন্বয় ঘটিয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা যথার্থ পরিচালনার মাধ্যমে কলেজটিকে উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কলেজের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে আমাদের সময়ের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন -শাহিন আলম শাওন

কলেজের ধারাবাহিক সাফল্য

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়ায় আমাদের প্রতিষ্ঠানের মূলভিত্তি হলো শৃঙ্খলা। আমরা বিশ্বাস করি, একজন শিক্ষার্থী যতই মেধাবী হোক না কেন, শৃঙ্খলাবোধ ছাড়া জীবনে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি, সময়ানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা ও ব্যক্তিগত আচরণগত উন্নয়নের ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিই। প্রতিদিনের কার্যক্রম শুরু হয় অ্যাসেম্বলির মাধ্যমে। জাতীয় সংগীত, দেশপ্রেম, নৈতিক শিক্ষা এবং মানবিক মূল্যবোধের চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল নয়, একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। একাডেমিক ফলের দিক থেকেও প্রতিষ্ঠানটি ঈর্ষণীয় সাফল্যের অধিকারী। এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় প্রায় শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। প্রতিবছরই ফলাফলের বিচারে প্রতিষ্ঠানটি এ অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ধরে রাখছে। কলেজটিতে বিজ্ঞান বিভাগে ৪টি, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৩টি ও মানবিক শাখায় ১টি সেকশন রয়েছে। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে সিসি ক্যামেরা সংযুক্ত রয়েছে। এখানে প্রতিটি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ২৫জন ছাত্রছাত্রীর একটি গাইড ব্যবস্থা রয়েছে যিনি ছাত্রছাত্রীদের কলেজে অবস্থানকালে সার্বিক শৃঙ্খলা, পরীক্ষার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করেন এবং অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএ-৫ এর ছাত্রছাত্রীরা সরাসরি নৌবাহিনীতে আইএসএসবি তে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অন্যদিকে এ দুটি পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪ জিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী অধ্যক্ষের নেতৃত্বে একটি ভাইভা বোর্ডের সুপারিশক্রমে একই সুযোগ পেতে পারে।

সহশিক্ষা কার্যক্রমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্জন

কলেজে সহশিক্ষা কার্যক্রম, যেমন- সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংঘ, বিজ্ঞান ক্লাব, রোভার ও বিএনসিসি, আইটি ক্লাব ও বিএনসিডি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি ক্লাব চালু রয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করছে। জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা, টেলিভিশন বিতর্ক, খেলাধুলা, বিজ্ঞান মেলা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তারা নিয়মিতভাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করছে। ‘নতুন কুঁড়ি’সহ বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের সাফল্য যেমন প্রশংসিত হয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। জাপানের স্কলারশিপ কর্মসূচিতে বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত ১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে দুজন ছিল আমাদের প্রতিষ্ঠানের। কমনওয়েলথভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়ও শিক্ষার্থীরা একাধিক পুরস্কার অর্জন করেছে। এক বছরে একই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনজন শিক্ষার্থীর পুরস্কার অর্জন এতটাই ব্যতিক্রমী ছিল যে, কমনওয়েলথ কর্তৃপক্ষ নৌবাহিনী কলেজকে বিশেষ প্রশংসাপত্র প্রদান করে।

সামাজিক দায়বদ্ধতায় শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা

আমাদের লক্ষ্য শুধু ভালো ফল নয়, বরং মানবিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করা। তাই শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, শীতবস্ত্র বিতরণ, ঈদ উপহার প্রদান এবং দরিদ্র মানুষের সহায়তায় অংশগ্রহণ করে। নিজেদের অর্থ ও উদ্যোগে তারা সমাজসেবামূলক নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ক্যাম্পাস

শিক্ষার্থীদের সার্বিক মেধা বিকাশের জন্য প্রতিষ্ঠানে রয়েছে আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, বিশাল খেলার মাঠ, ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স, সমৃদ্ধ অডিটরিয়াম, নিজস্ব মসজিদ ও পরিবহনব্যবস্থা। ফলে একাডেমিক শিক্ষা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য

প্রয়োজনীয় সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা এখানে বিদ্যমান।

যোগ্য শিক্ষক নির্বাচনে কঠোরতা

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সতর্ক। শুধু একাডেমিক যোগ্যতা নয়, একজন শিক্ষক কতটা দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কাছে জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারেন, কীভাবে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা করেন এবং ব্যক্তিত্ব ও মানবিক মূল্যবোধে কতটা সমৃদ্ধ- এসব বিষয়কে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ আমরা মনে করি, একজন ভালো শিক্ষক শুধু জ্ঞানী হলেই হয় না; তাকে একজন দক্ষ যোগাযোগকারী ও অনুপ্রেরণাদায়ক মানুষও হতে হয়।

শিক্ষার্থীদের প্রতি মানবিক সহায়তা

প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের শুধু শিক্ষা নয়, মানবিক সহায়তাও প্রদান করে। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বেতন মওকুফ, আর্থিক সহায়তা, চিকিৎসা সহযোগিতা এবং বিশেষ প্রয়োজনসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর মতো উদ্যোগ নিয়মিতভাবে নেওয়া হয়। এমনকি এক শিক্ষার্থীর কৃত্রিম পা তৈরির দায়িত্বও প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছিল।